

পাড়া আর ছড়া

সাইয়েদ আতেক



পড়া আর ছড়া



সাইয়েদ আতেক

প্রকাশকের কথা

দেশ ও জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার সোনালী কলি শিশুদের জীবন গড়ার পয়লা পাঠ পড়া আর ছড়া বইটি প্রকাশ করে কচি-কোমল প্রিয় শিশুদের হাতে তুলে দেয়ার সক্ষমতার আনন্দে আমরা পরম কবু নাময় আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতের শুকরিয়া আদায় করছি।

জনাব সাইয়েদ আতেক-এর এ বইটি ইতিপূর্বে ১৯৬৯ সালে তৎকালীন একটি জাতীয় প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশনা হিসাবে পূর্ণতা পেয়েও দেশের শিশু-কিশোর-তরুণদের জাগরনের নকীব-তুর্য়বাদক লেখক-এর উদ্যোগহীনতার কারনেই এতদিন বইটি প্রকাশ পায়নি। সম্প্রতি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ-এর উদ্যমতার একাত্মতায় লেখক যুগ ও সময়ের তাগিদ-প্রয়োজনের আঙ্গিকে নতুনতর বিন্যাসে বইটি প্রকাশ-সংযোজনে উদ্যোগী হয়ে দায়িত্বে আঞ্জাম দিয়েছেন। আমাদের এ প্রয়াস দেশের সম্মানিত অভিভাবকগণের উত্তরসুরীদের পাঠজ্ঞানের ক্ষেত্রে চাহিদা পূরণে সক্ষমতাই আমাদের প্রাপ্তি বলে মনে করবো।

পরিবার, সমাজ, জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক পরিসরে আমাদের সম্ভাবনাময় আশার সেনানীদের বর্ণ-প্রবাহে সত্য সুন্দর, জ্ঞানদীপ্ত জীবন গড়নে জনাব সাইয়েদ আতেকের পড়া আর ছড়া বইটি ইনশাআল্লাহ সফল হবে, এর সুন্দর বিবেচনা সম্মানিত অভিভাবকদের চেতনায় রেখে সহযোগিতার প্রত্যাশা ছি।
আল্লাহ হাফিজ।

মোহাম্মদ নূর উল্লাহ
পরিচালক (প্রকাশনা)

লেখক যা বলেন

পড়-আল্লাহ তায়ালার আদেশের প্রথম সবকে যে মিল্লাতের জ্ঞান দীপ্ত গতিময়তায় সত্য-ন্যায় সুন্দরতম ও পূর্ণতম সভ্যতার বিকাশ, এর সোহাগ সোনালী প্রত্যাশার দীপ্ত সেনানীদের জীবন গড়ার প্রথম পাঠে ঐতিহ্যগত চেতনার বিকাশে ফুলেল মনন ও মানস গঠনে আমাদের দায়িত্ব অবশ্যই অপরিসীম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সুশিক্ষা ব্যতীত পিতামাতা তার সন্তানদের কোনই কল্যাণ দান করতে পারেনা।

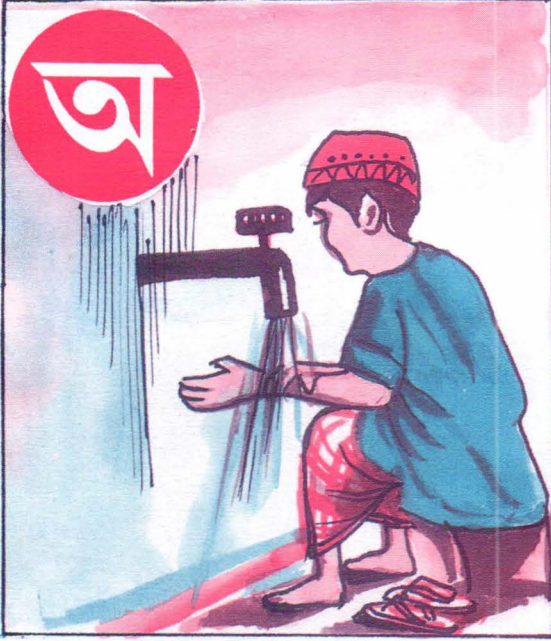
আর এ সুশিক্ষা ও কল্যাণগত প্রশিক্ষণ প্রিয় শিশুর প্রিয় ভাষায় মনকাড়া আধো আধো বোলের কোমল সুন্দর পরিচিত শব্দগত শিক্ষাদানে ভাষা ও জ্ঞানে আর্থহী করে তুলে জীবনজয়ী চেতনায় গড়ার প্রয়াসে পড়া আর ছড়া বইটি প্রানপ্রিয় দেশটির লাখে-কোটি কোমল নিস্পাপ ফুলেল সুন্দর ভাই বোনদের তুলতুলে হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা করেছি।

ভাষা বিজ্ঞান ও শিশু শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিকতার স্বচ্ছ ধারায় আমাদের প্রিয় ভাষার গতিময়তায় প্রথম পাঠের এ উপস্থাপনা নানা আঙ্গিকে বিধৃত-এ কথা এ ন্যূনতম পরিসরে বলতে পারি।

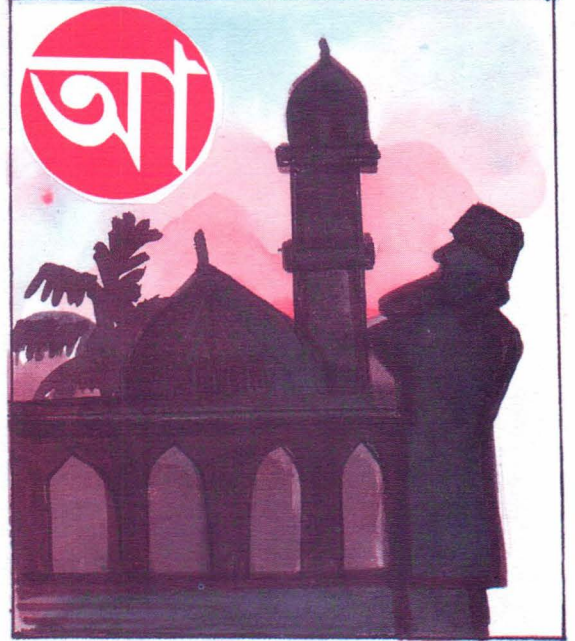
জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল প্রচেষ্টার সুন্দর-সফল উত্তরণের আর্জি আল্লাহ তায়ালার কাছে। সম্মানিত অভিভাবক ও সোহাগ ছোট ভাই-বোনদের মোবারকবাদ। আল্লাহ হাফিজ।

বিনয়
সাইয়েদ আতেক

পড়া আর ছড়া
অ আ ই ঈ



অজু কর নিয়ম জেনে



আজান শুনি ভোর গগনে ।



ইফতার খেতে মজা ভারি

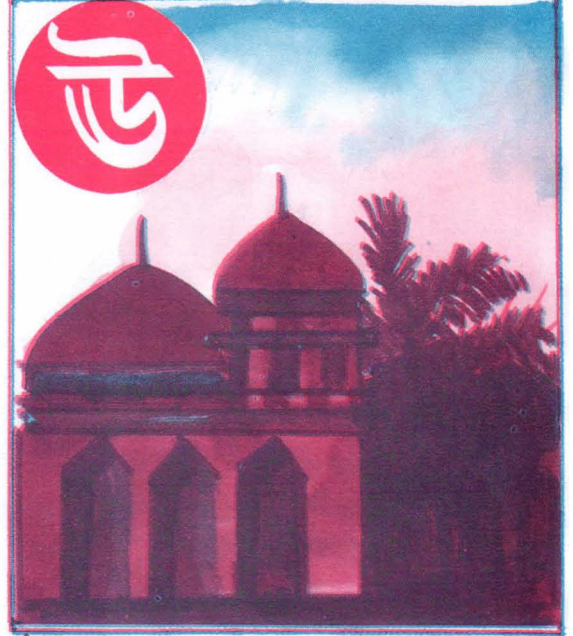


ঈদের জামাত দাঁড়ায় সারি ।

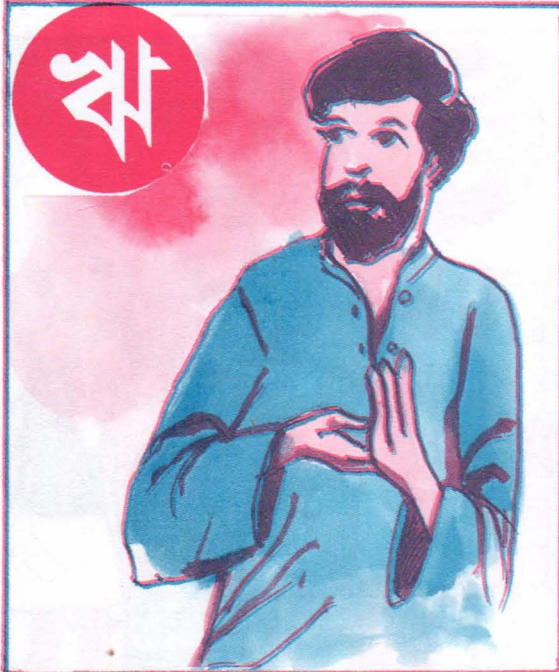
উ উ ঋ এ



উটকে বলে মরুর জাহাজ



উষা কালে ফজর নামাজ।



ঋণে আনে অবহেলা



এশার নামাজ রাতের বেলা।

এ ঐ ও ঐ



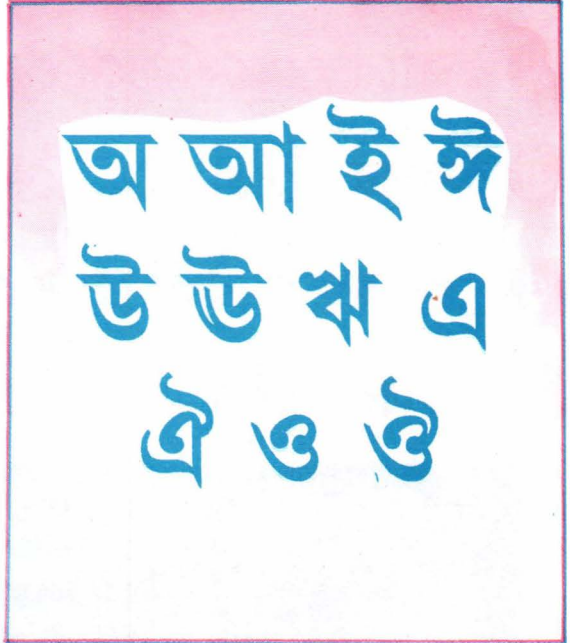
ঐ আকাশে তারার মেলা



ওড়না গায়ে করছে খেলা ।



ঔষধ খেতে নেইকো হেলা



স্বরবর্ণের এই কাফেলা ।

কারের ছড়া



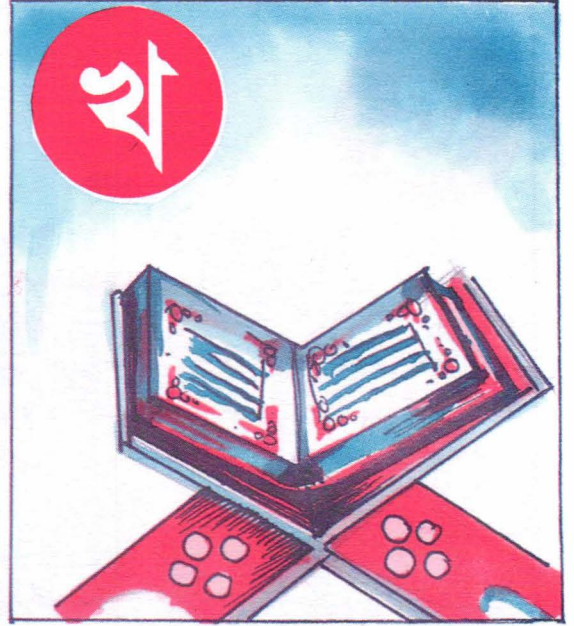
- অ কারে পড় বই বড় কর মন,
আ কারে ধান পাট বাতাস কানন ।
ই কারে পড়ি লিখি শিখি সবি আমি,
ঈ কারে বীর ধীর জীবন দামী ।
উ কারে বুলবুল ফুল মশগুল,
ঊ কারে দরূদ ভূমি দূত কুল ।
ঋ কারে আদৃত কৃষক কৃপাণ,
এ কারে ছেলে মেয়ে দেশের মান ।
ঐ কারে বৈঠা ছে তৈয়ার,
ও কারে বোরকা ভোর সোমবার,
ঔ কারে মৌমাছি চৌকিদার ।

অ আ-া ই-ি ঈ-ী উ-ু ঊ-ূ
ঋ-ৠ এ-ে ঐ-ৈ ও-ো ঔ-ৌ

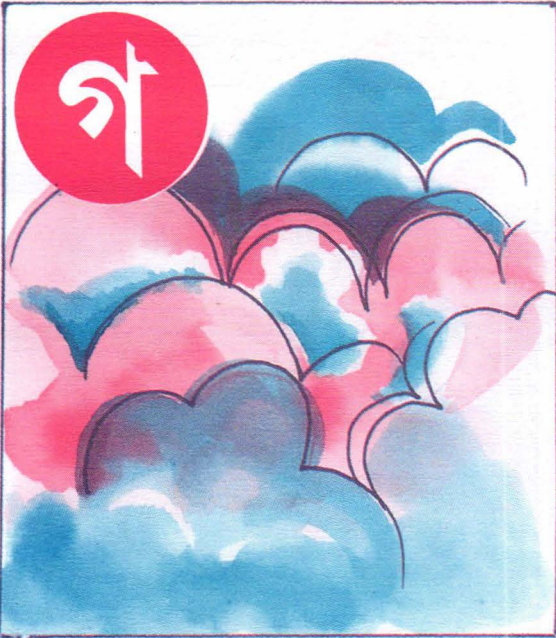
ক খ গ ঘ



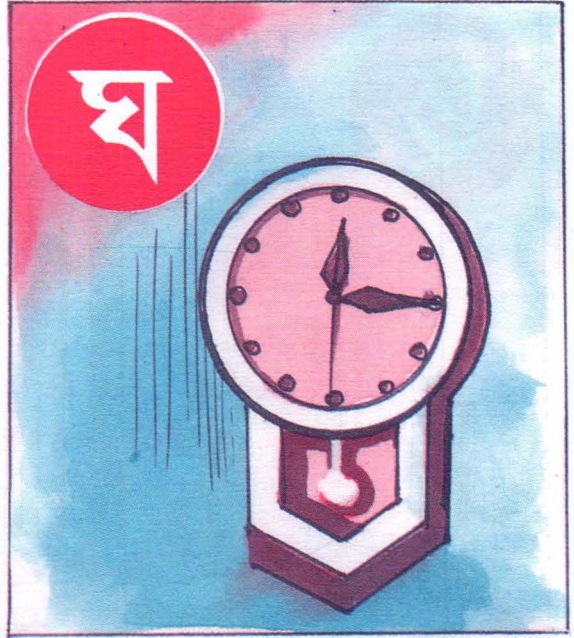
কলেমা পড় ঈমান এনে



খলিফা চলেন কোরান মেনে।



গগন জুড়ে মেঘের খেলা



ঘড়িতে বাজে অনেক বেলা।

ঙ

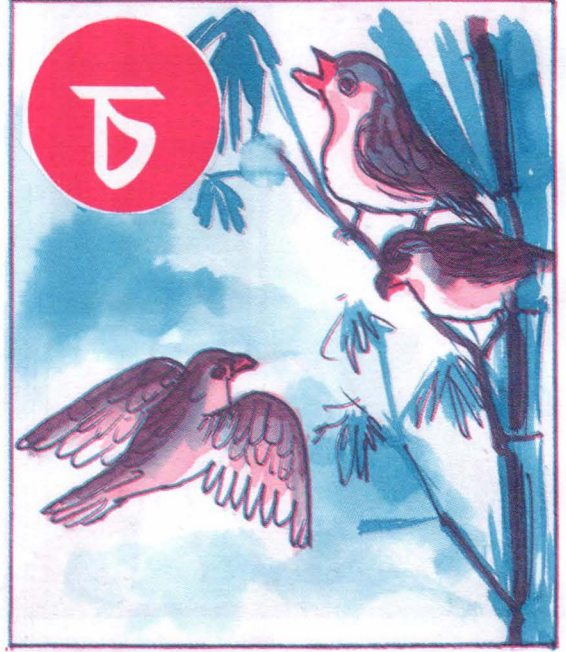
চ

ছ

জ



রঙয়ের বাহার ফুলে ফুলে



চড়ুই পাখির পাখনা দোলে।



ছড়া ছবির বইটি পড়ি



জরীন টুপি মাথায় ধরি।

ঝ ঞ ট ঠ



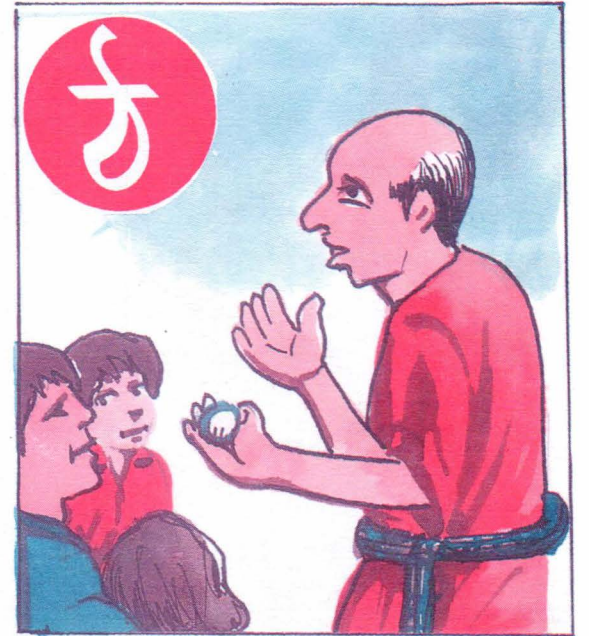
ঝড় উঠেছে কাল বোশেখী



মিঞে বলে উঠল ডাকি ।



টগর ফুলের হাসি দারাজ



ঠগবাজিতে খোদা নারাজ ।

ড ঢ ণ ত



ডংকা বাজে রণের মাঠে



ঢল নেমেছে নদীর ঘাটে ।



হরিণ লাফায় বেশ আরামে

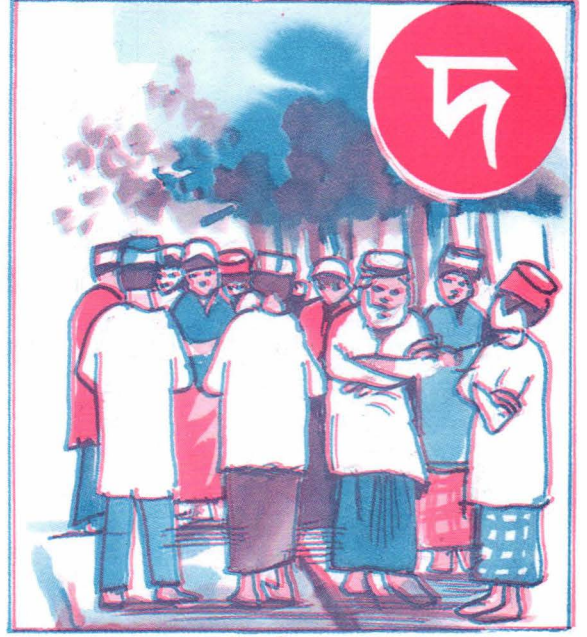


তসবি জপি খোদার নামে ।

থ দ ধ ন



থলে ভরি কাঁচা আমে



দরুদ পড়ি নবীর নামে ।

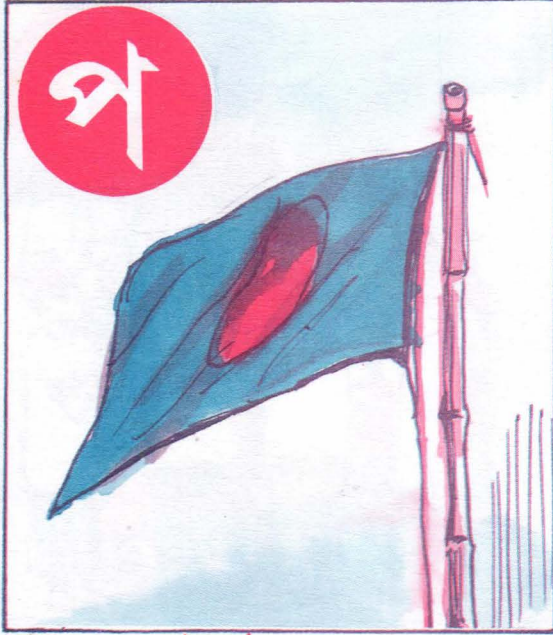


ধনের জাকাত ফরজ জানি



নদীর বুকে নৌকা খানি ।

প ফ ব ভ



পতাকাটা উড়ছে কত



ফল খাও তাই পার যত ।



বরফ জমে পাহাড় চূড়ে



ভয় করে কে ডাকাত চোরে !

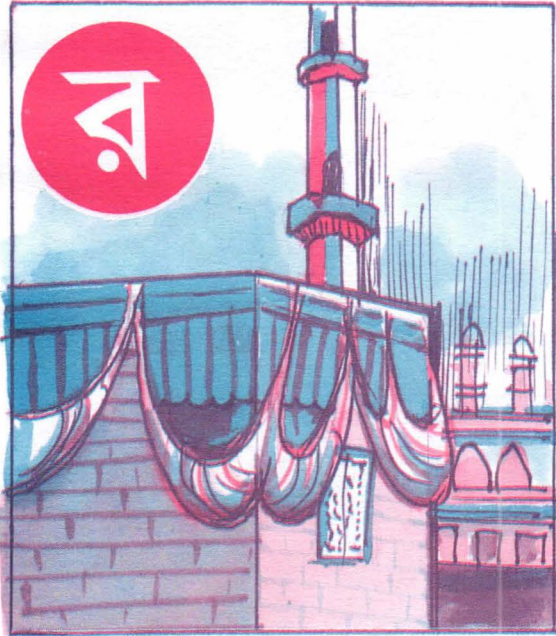
ম য র ল



মদীনাতে নবীর মাজার



যব ফলেছে হাজার হাজার ।



রসুল এলেন আরব দেশে



লড়াই করেন বীরের বেশে ।

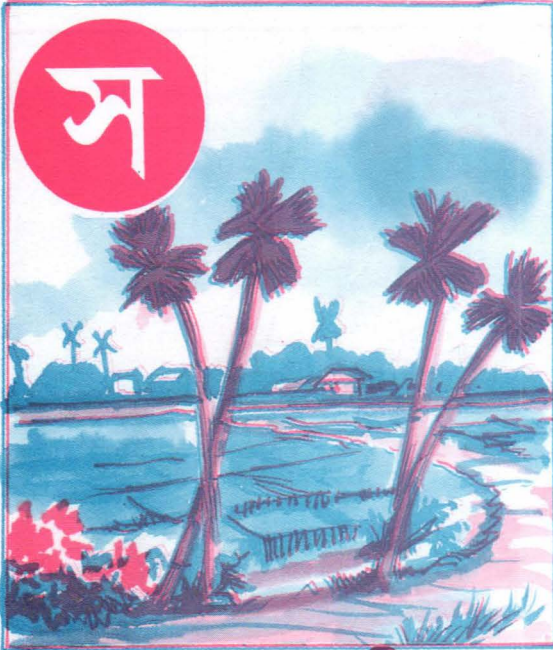
শ ষ স হ



শরত কালে শিউলি হাসে



ষড়ঋতু আমার দেশে ।



সবুজ সোনা দেশটি আমার



হলদে ফুলের কতই বাহার ।

ক্ষ ড ঢ য



নক্ষত্র ঐ রাতের নভে



পড়খোদার নামে সবে ।



আষাঢ়মাসে নামল ধারা



ভয় কি বল খোদা ছাড়া ?

৯

১০

১১

১২



অসৎ মোরা কেউ হবনা



বাংলাদেশের আমরা সেনা ।



দুঃখ দেখে ডরবনা ভাই



চাঁদের আলো আমরা ছড়াই ।

স্বরবর্ণ পরিচয়

অ ঈ ঐ
আ ঊ ঋ
ই ঋ ঋ
ঐ ঐ ঐ

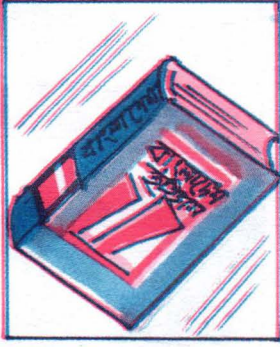
স্বরবর্ণ পরীক্ষা

ঐ ঐ ঐ
ঐ ঐ ঐ
ঐ ঐ ঐ
ঐ ঐ ঐ

ব্যঞ্জন বর্ণ পরিচয়

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল শ ষ
স হ ঙ্গ ঙ্গ ঙ্গ
য় ঙ ঙ্গ ঙ্গ ঙ্গ

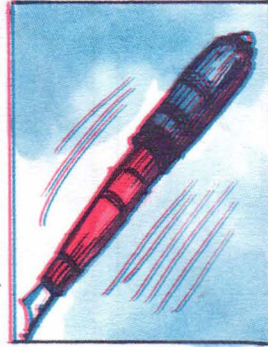
অ কার শব্দে বাক্য



বই



ঘর



কলম



শহর

বই পড় । কত রকম হরফ । সব পড় । সরল
পথ । মন বড় কর ।

সব এক হও । ঝড় এল ।

সহজ পথ, সরল পথ, হজ কর ।

চল সব এক হই । উহ্ , কত গরম!

সরবত লও ।

সহজ বল সরল চল,
কলম ধর হও সফল ।



আ কার শব্দে বাক্য



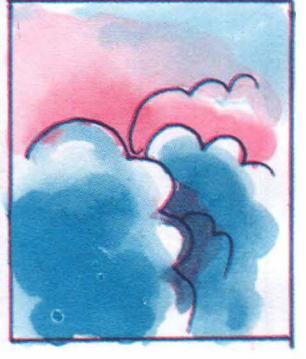
ধান



পাতা



পাহাড়



আসমান

আল্লার ঘর কাবা । কাবা ঘর পাক ।
মাঠ ভরা ধান । আমরা ভাত খাই ।
ডাল খাই । মাছ খাই । হালাল সব খাই ।

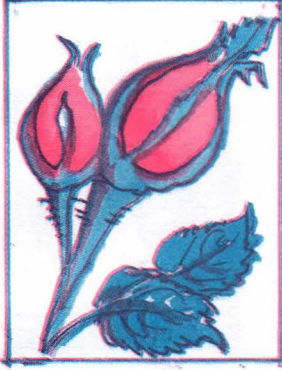


কত বড় পাহাড় ।
তারায় তারায়,
আসমান ভরা ।
আহা, কত মজার ।
সব আল্লার দান ।
আল্লাহ্ সবার পালক ।

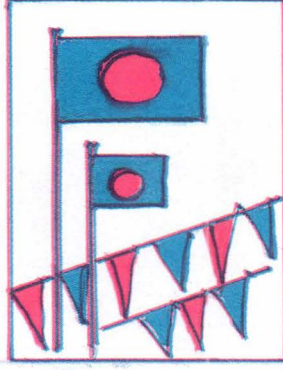
আল্লার কথা জানব আর মানব ।
জায়নামাজ আন । নামাজ পড়ব ।
নামাজ বড় ইবাদত ।



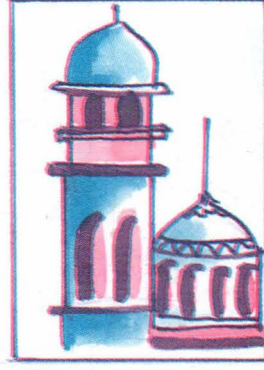
ই কার শব্দে বাক্য



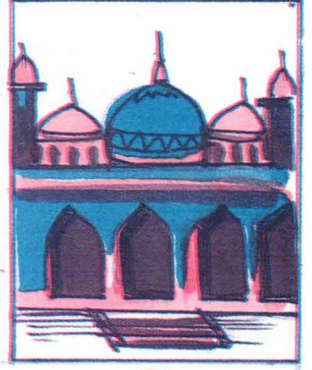
কলি



নিশান



মিনার



মসজিদ

কলম লও । কালি আন ।

কাল কালি দিয়া লিখি ।

আমি পড়ি । আমি লিখি ।

আমি পড়ি, লিখি আর শিখি । নিশান উড়াও ।

এই নিশান ভালবাসি । ঐ মিনার ।

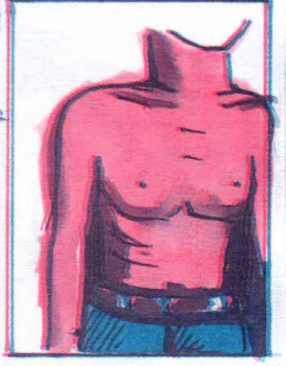
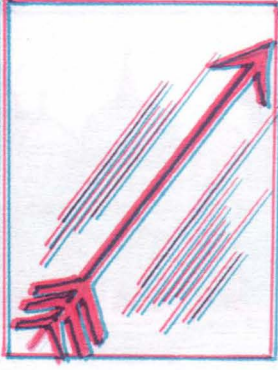
ঐ মসজিদ । আজান হল ।

এস সব নামাজ পড়ি ।

মিটি মিটি তারা সব
ঝিলমিল হাসি,
রাতভর নিরিবিলি
আমি ভালবাসি ।



ঙ্কার শব্দে বাক্য



তীর

নদী

সীল

শরীর

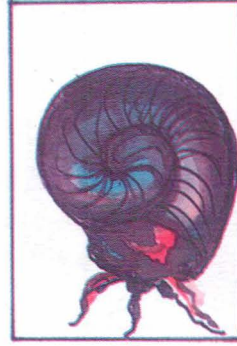
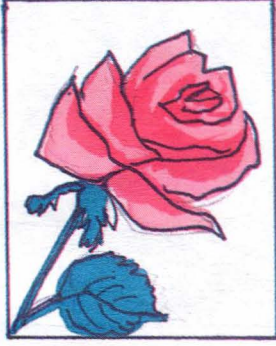
হজরত আলী বড় বীর । তিনি নবীর সাথী ।
বীর তীর লও । তিতাস একটি বড় নদী ।
নদী কত গভীর ! উষার সমীর উপকারী ।
শরীর শীতল হয় ।



নীলনদীর তীর কত বিশাল !
নীল নদীর সীল কতই বড় !

ধীর পায় বীর যায়,
উষার সমীর ধীর ধায় ।

উ কার শব্দে বাক্য



ফুল

খুকু

শামুক

বুলবুল

বাগান ভরা ফুল । ফুল ভরা মধু ।

খুকু মধু খায় । মধু খুব উপকারী ।

খুকু চুক্‌চুক্‌ দুধ খায় ।

পাতারা সবুজ । সবুজ রঙ খুব ভালবাসি ।

টুনটুনি টুনটুন গান গায় । আমার ভাষা বাংলা ।

বাংলা ভাষা বড়ই মধুর ।

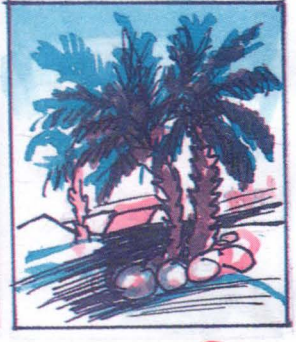
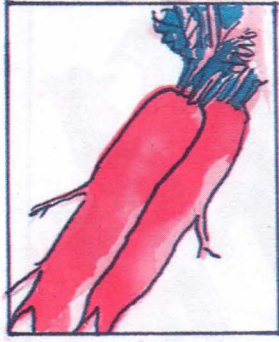
আমরা এই মধুর ভাষায় কথা বলি



রাসুল নাম শুনিয়া
খুশী হল দুনিয়া ।



উ কার শব্দে বাক্য



মূলা

কূপ

ময়ূর

মরুভূমি

আরব মরুভূমির জায়গা ।

জমজম কূপ কাবার নিকট ।

মরুভূমি ধূলায় ধুসর । তূর পাহাড় বহু দূর ।

তূলায় সূতা হয় । সূতায় নূতন কাপড় হয় ।

আজ ঈদ ।

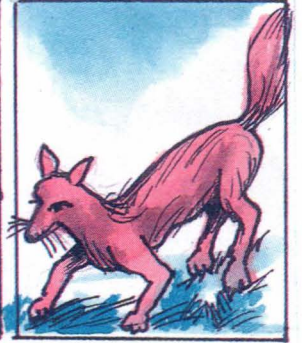
নূতন ভূষন পর ।

নূতন জামা পড় ।

দূর বহু দূর জানি
ঐ পাহাড় তূর,
উষর ভূমির মাঠ
সাহারা মরুর ।



ঋ কার শব্দে বাক্য



গৃহ

বৃষ

কৃষক

শৃগাল

কাবা গৃহ কাল গিলাফ দিয়া আবৃত ।

সারা দুনিয়ার সবার নিকট এই গৃহ আদৃত ।

কৃষক কৃষি কাজ কর ।

বৃহৎ গৃহ গড় । বৃষ কই ?

বৃষ আন । ঘৃত বানাও । কৃপন হইও না ।

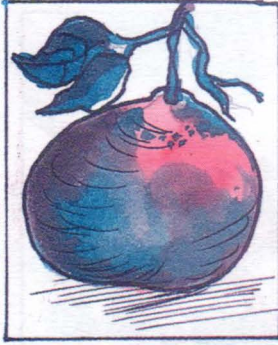
কৃপন ঘৃণা পায় । কত বিশাল এই পৃথিবী

পৃথিবীর এই জীবন বৃথা নয় ।

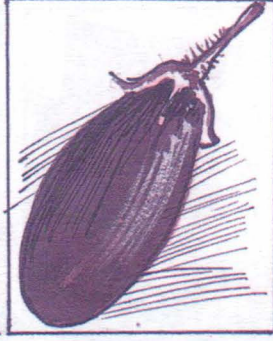


ঘৃত সদৃশ দামী
হয় যার কাজ,
সে-ই আদৃত হয়
পৃথিবীর মাঝ ।

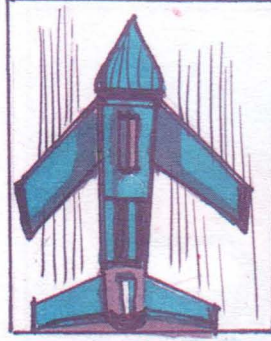
এ কার শব্দে বাক্য



বেল



বেগুন



রকেট



কলেমা



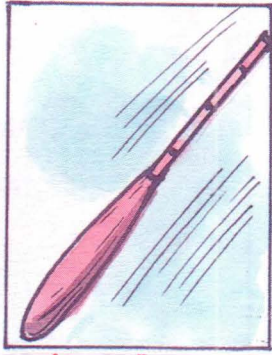
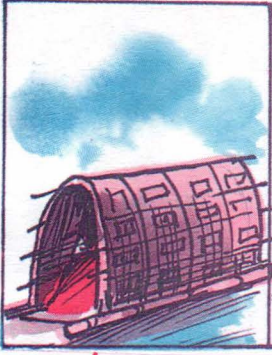
ঈমানের পহেলা পাঠ কলেমা ।
এই কলেমা সবাই জানি ।
বাংলাদেশ আমাদের দেশ ।
আমাদের দেশকে আমরা
সবচেয়ে ভালবাসি ।

দেশকে ভালবাসা ঈমানের অংগ । নদীতে মাছ,
বনে-পাহাড়ে হরেক রকম পশু-পাখীর বাস ।
কতই না মজার পরিবেশ । এস আমরা আমাদের
দেশকে সব দিক থেকে গড়ে তুলি ।

বেল-কমলা, আম-আমড়ার
এইতো আমার সোনার দেশ,
ফল-ফসলে পাখীর গানে
কাটাই মোদের জীবন বেশ ।



ঐ কার শব্দে বাক্য



ছে

বেঠা

সৈনিক

শৈবাল

এখন বৈকাল ।

আসরের নামাজ পড়িতে তৈয়ার হও ।

সৈনিক তুমি দৈনিক তৈয়ার থাক ।

শৈশব কাল বড়ই মধুর ।

শৈশবের পর জীবনের কৈশোর কাল ।

বেঠক বসিয়াছে । বেঠকে হৈ চৈ করিওনা ।

বৈশাখের বৈকালে
উঠে ঝড় ভারি,
বেঠা হাতে মাঝি
দেয় নদী পাড়ি ।



ও কার শব্দে বাক্য



ঘোড়া বোতল গোলাপ কোকিল

ভোর হইয়াছে । আলোয় দশদিক আলোকিত ।

ঐ যে আজান শোন ।

নোমান রোজ ভোরে কোরান পড়ে ।

কোকিল মধুর সুরে গায় ।

বাগান জুড়ে গোলাপ ফুলের মধুর হাসি ।

ফুলের সোহাগে মন ভরে ।

ছোট ছোট ভাই বোন যেন এই পৃথিবীর বাগানে

ফোটা ফুল ।

আমরা পড়ি পাঠশালাতে
ঐ যে সোনার গায়,
হোসনা আপা রোজ সকালে
বোর্কা পরে যায় ।



ঐ কার শব্দে বাক্য



কৌটা নৌকা মৌমাছি পানকৌড়ি

বাংলাদেশ আমাদের গৌরব । ফুলের সৌরভের
মতই আমরা দেশের গৌরব বয়ে চলব ।

মৌমাছি মৌচাকে মধু জমায় ।

নৌকা নৌপথের বাহন ।

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী ।

এখানে বড় বড় সৌধ গড়ে উঠেছে ।

সৌধ গড়ার কৌশল দেখে অবাক হতে হয় ।

মৌচাকে হাত দিয়ে
কৌতুক করি,
তৌফিক চৌকিতে
দেয় গড়াগড়ি ।



এ সকলি

আকাশ ভরা তারাগুলো মিটি মিটি হাসে,
নীল সায়রে পালতুলে মেঘ খুশীর দোলায় ভাসে ।

বাগান জুড়ে ফুলের হাসি

কে ছড়ালো রাশি রাশি

কে দিলো রে জড়িয়ে মাঠ সবুজ ঘন-ঘাসে ।

রোজ-সকালে পাখীর দলে

কিচির মিচির কি যে বলে,

কে শিখালো ভাষা তাদের, এমন মিঠে সুর,

হেথা - সেথায় নদী -নালায়

কে জড়ালো শাপলা মালায়,

সাগর বুকে অঁখে পানি কতই ভরপুর !

পাহাড়-নদী, বন-উপবন

আপ্না হতে হয়নি সৃজন

এ সকলি মোদের লাগি মহান খোদার দান,

দেখতে দিলো চোখ-পুতুলি,

কইতে দিলো মুখের বুলি,

শুনতে দিলো তাই তো সবে ভাই রে দুটি কান ।



সংখ্যার ছড়া

॥ ১ ॥

- ১ এক কাবা দুনিয়াতে আল্লাহর ঘর ,
১ এক চাঁদ হাসে নভে সারা রাতভর ।
১ এক সুরুজ দেয় আলো সারা দিনমান
১ এক কুরআন মেনে চলি আল্লাহর ফরমান ।

॥ ২ ॥

- ২ দুই ঈদ হাসিখুশি প্রতিটি বছর ,
২ দুই মাসে এক ঋতু কত সুন্দর ।
২ দুই চোখ দুই পা আরো দুই হাত ,
২ দুই হাত তুলে মোরা করি মুনাযাত ।

॥ ৩ ॥

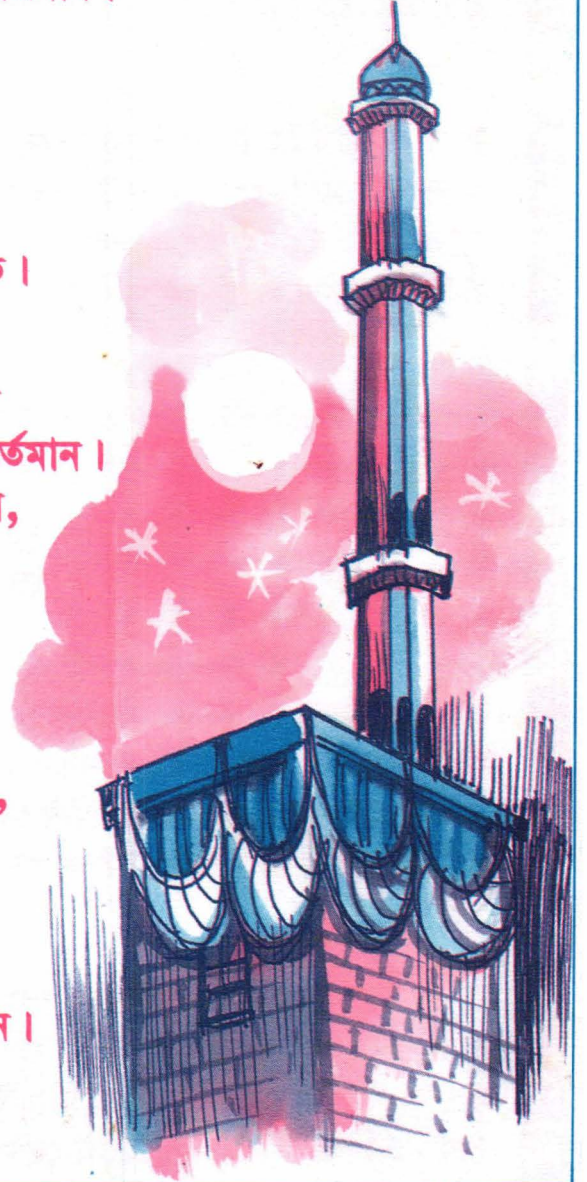
- ৩ তিন পথ জল, স্থল আর যে বিমান
৩ তিন কাল অতীত, ভবিষ্যৎ আর বর্তমান ।
৩ তিন ভাগ পানি আর এক ভাগ স্থল,
৩ তিন ভুজ মিলে হয় ত্রিভুজ সকল ।

॥ ৪ ॥

- ৪ চার কিতাব বড়ো হুকুম আল্লাহর
৪ চার খলিফা ছিলেন নবীর ইয়ার ।
৪ চার ফিরিশতা সেরা জানি পরিচয়,
৪ চার বছর ঘুরে 'লীপ ইয়ার' হয় ।

॥ ৫ ॥

- ৫ পাঁচ কলেমা শিখে মোরা মুসলিম
৫ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি রাতদিন ।
৫ পাঁচ নদীর স্রোত পাঞ্জাবে বয়,
৫ পাঁচ রোকন মেনে মুসলিম হয় ।



সংখ্যার ছড়া

॥ ৬ ॥

৬ ছয় হাদীস-বই রাসূলের বাণী,
৬ ছয় তল বস্তুর আমরা তা জানি ।
৬ ছয় পায়ের পিপিলিকা পিল্পিল্ হাঁটে,
৬ ছয় ঋতু এই দেশে বারো মাস কাটে ।

॥ ৭ ॥

৭ সাত দোজখ তৈরী পাপীদের তরে,
৭ সাত আসমান-স্তর মাথায় উপরে ।
৭ সাত রঙের রঙধনু রঙিন ছবি
৭ সাত মহাদেশ লয়ে এই পৃথিবী ।

॥ ৮ ॥

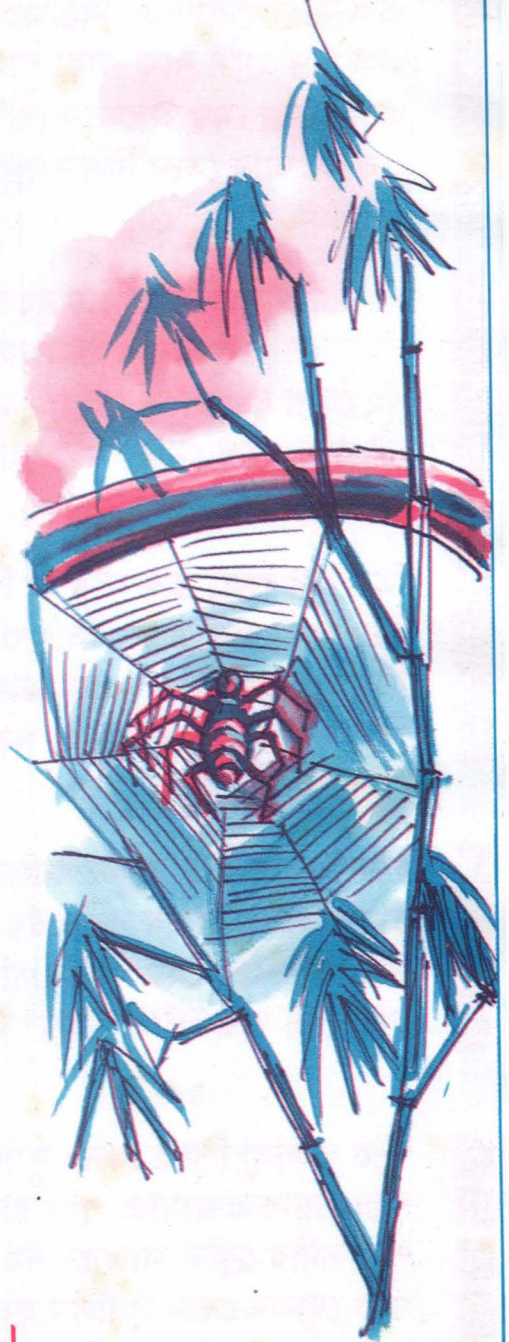
৮ আট বেহেশত তৈরী মুমীনের লাগি,
৮ আট পায়ের অক্টোপাস অতি বদরাগী ।
৮ আট পা মাকড়শা'র ঘরে জাল বুনে
৮ আট হয় জেনে রাখো চার দুই গুণে ।

॥ ৯ ॥

৯ 'নয়রত্ন' সভা গড়েন শাহ আকবর,
৯ নয় সেতেরার আলো রাতে সুন্দর ।
৯ নয় সংখ্যা সবার বড় জেনো ভাইবোনে,
৯ নয় হয় জেনে রাখো তিন, তিন গুণে ।

॥ ১০ ॥

১০ দশটি আংগুল দেখো দুই হাতে যত,
১০ দশটি আংগুল পায় হাত দুটির মত ।
১০ দশ দিক করি আলো যত বোন-ভাই,
১০ দশ -এ মিলে গড়ি দেশ এসো হে সবাই ।



স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ

(শিশু-কিশোরদের ভ্রমণ কাহিনী)

রফিকের ভ্রমণকাল : ১৯৮২ খ্রী:

হেলেনা খান



বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা